# 49721 - রাতরে বলো সহবাস করার কারণে যদি দিবাভাগে বীর্য বরে হয় তাহলে কি রোজা ভঙ্গ হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাতরে বলো সহবাস করার পর কখনো কখনো দিবাভাগে জরায়ু থকেে বীর্য বরে হয়, এতে কি রোজা ভঙ্গ হবে? এমতাবস্থায় নামাযরে জন্য গোসল করা কি ফরজ হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরজন্য।

এক:

রাতরে বলো সহবাস করার পর দনিে যদি বীর্য বরে হয় এতে রোজা ভঙ্গ হবে না। আমাদরে জন্য সূর্যাস্ত থকেে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস বধৈ করা হয়ছে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "রোযার রাতে তোমাদরে স্ত্রীদরে সাথে সহবাস করা তোমাদরে জন্য হালাল করা হয়ছে। তারা তোমাদরে পরচ্ছিদ এবং তোমরা তাদরে পরচ্ছিদ। আল্লাহ অবগত রয়ছেনে যে, তোমরা নজিদেরে সাথে খয়োনত করছেলি, তবে তনিি তোমাদরে তওবা গ্রহণ করছেনে এবং তোমাদরেকে ক্ষমা করে দয়িছেনে। এখন তোমরা নজি স্ত্রীদরে সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদরে জন্য যা কছিু লখিে রখেছেনে তা (সন্তান) তালাশ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থকেে ভোররে শুভ্র সুতা পরস্কিার ফুটে উঠে।...[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

রাতে সহবাস করার কারণে দনিরে বলোয় বীর্য বরে হলে রোজা ভঙ্গ হবে না মর্মে আলমে সমাজ উল্লখে করছেনে।

হানাফি মাযহাবরে "আল-জাওহারা আল-নাইয়্যরিা" গ্রন্থ (১/১৩৮) বলা হয়ছে-

"যদি সহবাসকারী ফজররে সময় হয়ে যাওয়ার আশংকা থকেে অঙ্গটি বরে করে নয়ে এবং ফজররে সময় শুরু হওয়ার পর বীর্যপাত করে এতে করে তার রোজা ভঙ্গ হবে না।" সমাপ্ত

মালকেি মাযহাবরে "হাশয়িাতুদ দুসুকি" গ্রন্থ (১/৫২৩) বলা হয়ছে-

কউে যদি রাতরে বলোয় সহবাস করে আর ফজররে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার বীর্যপাত হয়; প্রতীয়মান অভমিত হচ্ছে- এতে কোন অসুবধিা নইে। এ মাসয়ালা সে মাসয়ালার মত 'কউে যদি রাতরে বলোয় সুরমা লাগয়িে থাকে সে সুরমা যদি দনিরে

বলোয় তার গলায় এসে যায়’ সমাপ্ত। অনুরূপ অভিমত ‘শরহু মুখতাসারি খলিল’ গ্রন্থ (২/২৪৯) তে ও রয়েছে।

শাফেয়ি মাযহাবের আলেম ইমাম নববি তাঁর ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থ (৬/৩৪৮) এ বলেছেন-

“যদি কেউ ফজরের আগ থেকে সহবাস শুরু করে এবং ফজরের ওয়াক্তের সাথে সাথে অথবা ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার অনতিবিলম্বে অঙ্গটি বের করে বীর্যপাত করে তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ এ বীর্যপাত বৈধ সহবাসের কারণে ঘটেছে। এ কারণে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। যেমন- “কেউ যদি কিসাস হিসেবে কারো হাত কাটে; ফলে লোকটি মারা যায়।” সমাপ্ত।

দুই:

যদি সহবাস করে গোসল করে ফেলার পর বীর্যপাত হয় সেক্ষেত্রে পুনরায় গোসল করা ফরজ নয়। কারণ গোসল ফরজ হওয়ার কারণ তো একটি। সুতরাং এক কারণে দুইবার গোসল ফরজ হবে না। তবে যদি নতুন কোন উত্তেজনার কারণে বীর্যটি বের হয় তাহলে গোসল ফরজ হবে।

এ বিষয়ে 44945 ও 12352 নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহই ভাল জানেন।